মপাসাঁর

নেকলেস

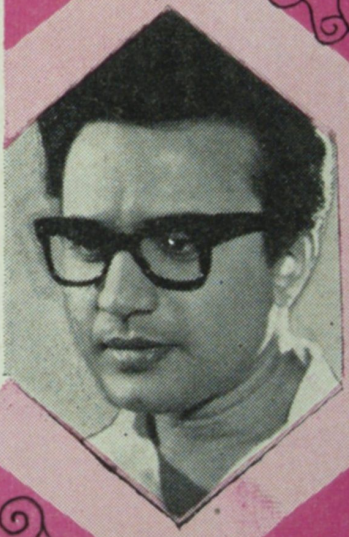

প্রাণলাল ভোরা প্রযোজিত

ভি এম এন প্রোডাকসন প্রাঃ লিঃএর নিবেদন

"নেকলেস"

পরিচালনা : **দিলীপ নাগ** সংলাপ ও চিত্রনাট্য : **মিহির সেন**

মূল কাহিনী : গী-দ্য-মোপাসাঁ

আবহ সংগীত : **ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ**

চিত্রগ্রহণ : দীনেন গুপ্ত শব্দগ্রহণ : দেবেশ ঘোষ ও মৃণাল সেন

ঐ বহিঃদৃশ্যে : অবনী চ্যাটার্জ্জী শিল্প-নির্দেশ : সত্যেন রায় চৌধুরী

সম্পাদনা : অর্দ্ধেন্দু চ্যাটার্জ্জী ব্যবস্থাপনা : প্রভাত দাস

রূপসজ্জা : শৈলেন গাঙ্গুলী আলোকসম্পাত : প্রভাস ভট্টাচার্য্য

স্থিরচিত্র : এডনা লরেঞ্জ দৃশ্যপট : আর. আর. সিণ্ডে

সহযোগী সম্পাদক : অমিয় মুখোঃ নৃত্য-পরিকল্পনা : বিনয় ঘোষ

প্রধান সহকারী পরিচালক : স্বদেশ সরকার

বিশ্বভারতীর সৌজন্যে ও দ্বিজেন চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে রবীন্দ্রসংগীত

কণ্ঠদান : সুচিত্রা মিত্র

সহকারীগণ

পরিচালনা : প্রদীপ নিয়োগী গণেশ দত্ত চিত্রগ্রহণ : সুনীল চক্রবর্ত্তী

শিল্পনির্দেশ : রবি চ্যাটার্জ্জী শব্দগ্রহণ : রবীন সেনগুপ্ত

সম্পাদনা : হরিনারায়ণ মুখার্জ্জী শক্তিপদ রায় ব্যবস্থাপনা :

নিতাই সরকার, শান্তি ও রতি রূপসজ্জা : নিতাই সরকার

সাজসজ্জা : দাশরথী দাস আলোকসম্পাত : ভবরঞ্জন, অনিল

টেকনিসিয়ান ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাঃ প্রাঃ লিঃ এ পরিস্ফুটিত সত্যেন চ্যাটার্জ্জী কর্ত্তৃক ওয়েষ্ট্রেক্স শব্দযন্ত্রে সঙ্গীত গ্রহণ ও শ্যামসুন্দর ঘোষ কর্ত্তৃক শব্দ পুনর্যোজন

প্রচার সচিব : বাগীশ্বর ঝা

একমাত্র পরিবেশক—ভোরা ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটরস্

৬২, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

—কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

কাঞ্জী মুলজী সিক্কা (সিক্কা হাউস), দিলীপ রায়চৌধুরী ও দীপ্তি রায়চৌধুরী, বি. সরকার (জুয়েলার্স), অশোক হল ডে স্কুল, দি কোক ওভেন কনস্ট্রাকসন কোং প্রাঃ লিঃ সিনহা এণ্ড সন্স, মহাকালী ইলেকট্রিক ষ্টোর্স, হস্পিটাল ইকুইপমেণ্ট প্রধান নার্সারী।

—ঃ প্রধান ভূমিকায় ঃ—

উত্তম কুমার ও নবাগতা **সুনীতা**

—অন্যান্য ভূমিকায়—

ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, তরুণ কুমার, জীবেন বোস, অজিত বন্দ্যোঃ, দীপক মুখার্জি, শিশির বটব্যাল, শিশির মিত্র, বুবু গাঙ্গুলী, সুশীল দাস, সন্তু বোস, গণেশ দত্ত, সুধীর বোস, পরিতোষ রায় চৌধুরী, রঘুনাথ কয়াল, ভোলানাথ কয়াল, মাঃ বাসুদেব সাহা

রুমা দেবী, মলিনা দেবী, ভারতী দেবী, পদ্মা দেবী, তপতী ঘোষ, কল্যাণী ঘোষ, বাণী গাঙ্গুলী, শান্তা দেবী, মেনকা দেবী, মেরী নায়ার, শুভ্রা ঘোষ, শিপ্রা সেন, অনিমা দাশগুপ্তা, বাণী, স্বপ্না, রিণা, শ্রাবস্তি, শোভনা, আভা, অজন্তা, গোরী ও সুরিটা।

★★
★

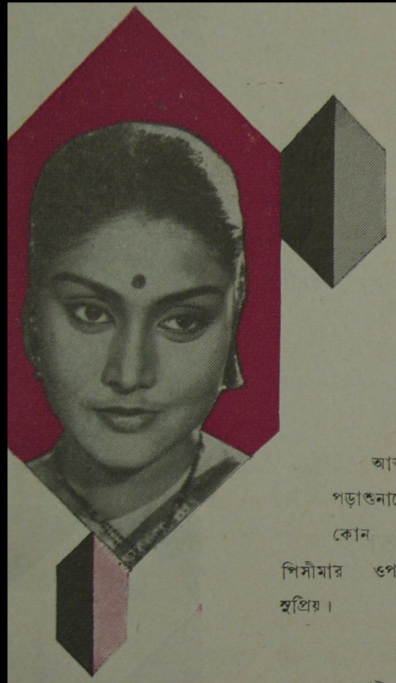

কাহিনী

আত্মভোলা অধ্যাপক সুপ্রিয় রাতদিন নিজের বই আর পড়াশুনাতে ডুবে থাকত। সংসারতো নয়ই, নিজের দিকেও কোন নজর ছিলনা তার। সংসারের সমস্ত দায়িত্ব বিধবা পিসীমার ওপর। পিসীমার স্নেহের আশ্রয়েই আবাল্য বর্দ্ধিত সুপ্রিয়।

বাবা মারা যাবার পর নাবালক সুপ্রিয়কে যখন জ্ঞাতিরা সবাই মিলে বিসয় সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার চক্রান্ত করছে তখন একমাত্র পিসীমা এসে ওর পক্ষ নিয়ে দাঁড়ান। সমস্ত বিদ্বেষ-বিষ আর ষড়যন্ত্রের আঁচ থেকে আড়াল করে মানুষ করতে থাকেন সুপ্রিয়কে। সুপ্রিয় মানুষ হয়, কিন্তু সংসারী হয় না। ওকে সংসারী করার ইচ্ছায় শিক্ষিতা, সুদর্শনা মল্লিকাকে বধূ করে ঘরে এনেছিলেন পিসীমা। কিন্তু তবু কোন ফল হয় না,—সুপ্রিয় সেই আত্মভোলা গ্রন্থকীট-ই থেকে যায়।

মল্লিকারও এজন্য অনুযোগের শেষ ছিল না। পদে পদে স্বামীর সঙ্গে ওর মতের অমিল, রুচির গরমিল। মা বাবা একমাত্র বনেদী ঘর আর শিক্ষিত পাত্র দেখেই দরিদ্র অধ্যাপক সুপ্রিয়র সঙ্গে তাঁদের মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু মল্লিকার মনে ছিল আভিজাত্যের মোহ—চোখে সম্পদের স্বপ্ন। স্বামীকে সেই স্বপ্নের সহযাত্রী করার জন্য মল্লিকার চেষ্টার বিরাম ছিল না। কিন্তু সুপ্রিয় আত্মভোলা হলেও আত্মমর্য্যাদার প্রশ্নে ছিল অনমনীয়।

সুপ্রিয়র জ্ঞাতি কাকার সঙ্গে মামলা চলছিল সুপ্রিয়দের। পিসীমাই সব দেখাশুনা করছিলেন। শেষপর্য্যন্ত মামলাটা একটা মর্য্যাদার লড়াইয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সুপ্রিয়র বৈষয়িক নির্বুদ্ধিতার জন্যই এই ন্যায় যুদ্ধে পরাজিত হল সুপ্রিয়রা। এই পরাজয় চরম আঘাত হানল দীর্ঘদিনের ব্লাড্‌প্রেসার রোগী পিসীমার বুকে। একদিন আচমকা সুপ্রিয়কে শিশুর মত নিরাশ্রয় করে বিদায় নিলেন তিনি পৃথিবী থেকে। হতভম্ব সুপ্রিয় তখনও জানত না আরো বড়, আরোভয়ঙ্কর এক বিপদ অপেক্ষা করে রয়েছে তার জন্য।

বিজয়ী কাকা মেয়ের বিয়েতে নিজে এলেন ওদের নিমন্ত্রণ করতে। ভদ্রতার মুখোস পরে ওদের আর্থিক অসচ্ছলতার প্রতি অপমানকর ইংগিত করে গেলেন তিনি। সুপ্রিয় মনে মনে স্থির করল যাবেনা এ নিমন্ত্রণে। কিন্তু বেঁকে বসে মল্লিকা। না, যাবে ওরা এই নিমন্ত্রণে। আর এমনভাবে প্রস্তুত হয়ে যাবে যাতে নিঃশব্দে ফিরিয়ে দিয়ে আসা যায় এই অপমানের উত্তর।

প্রচণ্ড জেদের বশে ধনী বান্ধবী ইরার কাছ থেকে একটা হীরের নেকলেস ধার করে আনে মল্লিকা। অপূর্ব সাজে সজ্জিত হয়ে চোখ ঝলসান সেই নেকলেস পরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যায়। উদ্দেশ্য হয়তো ওদের সফল হয় কিন্তু ঘটনাচক্রে বিয়ে বাড়ীতে হারিয়ে যায় নেকলেসটা। শূন্য গলায় স্তম্ভিত স্বামী-স্ত্রী বাড়ী ফিরে আসে।

দীর্ঘ আলোচনার পর মল্লিকা পরদিন ইরার বাড়ী যায় কোন অজুহাত দেখিয়ে কিছুটা সময় চেয়ে নিতে। গিয়ে দেখে বান্ধবী ইরা বাবার অসুখের সংবাদ পেয়ে এলাহাবাদে চলে গেছে। নেকলেসটা মল্লিকার কাছেই রেখে দিতে বলেছে ও না ফেরা পর্য্যন্ত।

এবার শুরু হয় মল্লিকা আর সুপ্রিয়র দীর্ঘ অনুসন্ধান। যেমন করেই হোক ঠিক ঐরকম একটা নেকলেস খুঁজে বের করতেই হবে। খুঁজে বেরও করে, কিন্তু দাম তার পঁচিশ হাজার টাকা। টাকার চেয়েও আত্মসম্মানের মূল্য পারিবারিক মর্য্যাদার মূল্য অনেক বেশী। কোন রকমে ধার-কর্জ্জ করে কিছু আগাম দিয়ে আসে সুপ্রিয়। কিন্তু এবার প্রশ্ন, অত টাকা সে সংগ্রহ করবে কি করে?

দুটো-তিনটে শিফ্‌টে কাজ নেয় সুপ্রিয়। অহোরাত্র পরিশ্রম করে চলে। নিজেদের বাড়ী ভাড়া দিয়ে অল্প ভাড়ার বস্তীতে এসে ওঠে। নিজেদের বাড়ীটা বিক্রীর চেষ্টাও করতে থাকে। নতুন করে এবার স্বামীকে চিনতে পারে মল্লিকা। নিজেও যেন নবজন্ম লাভ করে। সংসারের প্রয়োজনে নিজের গায়ের গয়না বিক্রী করতে থাকে সে। চাকরি নেয়। আর এই চাকরি নেওয়ার গোপনতা থেকেই একদিন রাত্রে চরম ভুল বোঝাবুঝি হয় স্বামী-স্ত্রীর। এরই মাঝে চিঠি এল ইরার, 'আমি আসছি'।

একদিকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চরম অসন্তোষ ও অশান্তি—অন্যদিকে ইরার হারানো নেকলেস ফিরিয়ে দেওয়ার কঠিন দায়িত্ব। জীবনের এই চরম পরীক্ষার মুহূর্ত্ত ওরা কি উত্তীর্ণ হতে পেরেছিল? পেরেছিল, শান্তি দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে, একটি সুখী সংসার রচনা করতে?

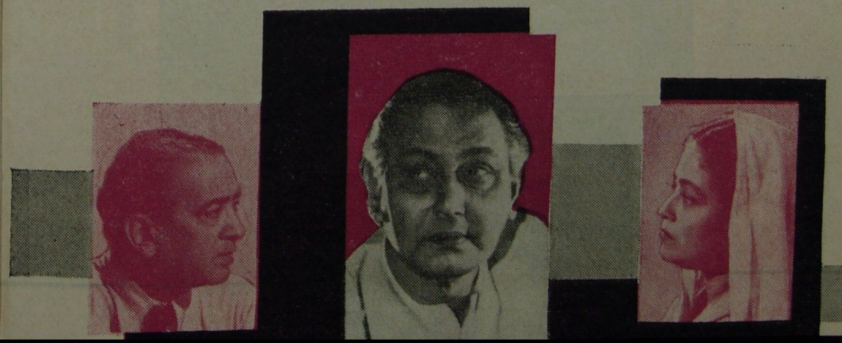

সঙ্গীত

(১)

ওহে সুন্দর, মরি মরি
তোমায় কী দিয়ে বরণ করি।
তব ফাল্গুন যেন আসে
আজি মোর পরাণের পাশে
দেয় সুধারস ধারে—ধারে
মম অঞ্জলি ভরি ভরি॥
মধু সমীর দিগঞ্চলে
আনে পুলক পুজাঞ্জলি
মম হৃদয়ের পথতলে
যেন চঞ্চল আসে চলি।
মম মনের বনের শাখে
যেন নিখিল কোকিল ডাকে
যেন মঞ্জরী দীপশিখা
নীল অম্বরে রাখে ধরি॥

★★
★

(২)

বজ্র মানিক দিয়ে গাঁথা, আষাঢ়,
তোমার মালা।
তোমার শ্যামল শোভার বুকে
বিদ্যুতেরই জ্বালা॥
তোমার মন্ত্রবলে পাষাণ গলে, ফসল ফলে—
মরু বহে আনে তোমার পায়ে ফুলের ডালা।
মরো মরো পাতায় পাতায়
ঝরো ঝরো বারির রবে
গুরু গুরু মেঘের মাদল বাজে
তোমার কী উৎসবে
সবুজ সুধার ধারায় প্রাণ এনে দাও
তপ্ত ধরায়,
বামে রাখ ভয়ংকরী বন্যা মরণ ঢালা॥

★

(৩)

আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে, চাও কি—
হায় বুঝি তার খবর পেলে না—
পারিজাতের মধুর গন্ধ পাও কি—
হায় বুঝি তার নাগাল মেলে না॥
প্রেমের বাদল নামল,
তুমি জানোনা হায় তাও কি।
মেঘের ডাকে তোমার মনের ময়ূরকে
নাচাও কি।
আমি সেতারেতে তার বেধেছি,
আমি সুরলোকের সুর সেধেছি,
তারি তানে তানে মনে প্রাণে
মিলিয়ে গলা গাওকি
হায় আসরেতে বুঝি এলে না।
ডাক উঠেছে বারে বারে,
তুমি সাড়া দাও কি।
আজ ঝুলন দিনে দোলন লাগে,
তোমার পরাণ হেলে না॥

★★
★

★
★★

(৪)

আমার না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে
তোমার ভাবনা তারার মতন বাজে॥
নিভৃত মনের বনের ছায়াটি থিরে
না দেখা ফুলের গোপন গন্ধ ফিরে,
লুকায় বেদনা অঝরা অশ্রুনীরে—
অশ্রুত বাঁশী হৃদয় গহনে বাজে॥
ক্ষণে ক্ষণে আমি না জেনে করেছি দান
তোমায় আমার গান।
পরাণের সাজি সাজাই খেলার ফুলে,
জানি না কখন নিজে বেছে লও তুলে—
অলখ আলোকে নীরবে দুয়ার খুলে
প্রাণের পরশ দিয়ে যাও মোর কাছে।

বেনারসী